ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা।* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ: সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

Sourav Mahanta

The University of Burdwan (Department of philosophy)

Vill- chakda, P.o- kulai, P.s- ketugram, Dist- Purba Bardhaman, Pin - 713132,

west bengal, india.

Email: souravmahanta789@gmail.com

How to Cite the Article: Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ: সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা।* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i4.2026.76-86

Keywords	***Abstract***
Environmental Ethics, Animal Ethics, Intrinsic Value, Non-Human Animals, Moral Status, Animal Rights.	Among the various contemporary discourses, environmental ethics is notably complex, as it frequently presents profound moral dilemmas. A central concern within this field is the moral consideration of non-human animals. While this topic has historical philosophical roots, it gained significant momentum in the 1970s, eventually evolving into a global movement. Animal Ethics, a specialized branch of environmental ethics, advocates for the intrinsic value of animals and their right to exist and roam free from human interference. Historically, until the 17th century, the prevailing philosophical view—rooted in human rationality—relegated animals to mere instrumental or "mechanical" value, justifying their exploitation. However, this anthropocentric paradigm was challenged by Jeremy Bentham, who argued that the capacity to suffer, rather than rationality, is the true benchmark of morality. Furthermore, Darwinian theory suggested that emotional states like joy and pain are adaptive traits shared across species. Despite traditional moral frameworks prioritizing human status, modern animal rights advocates argue that non-human animals possess inherent rights. These rights constitute a legitimate claim to

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

	live without harm, establishing animals as beings of significant moral worth.

ভূমিকা

ফলিত নীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ হল প্রাণী নীতিশাস্ত্র। আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশে যেসকল পশু পাখি দেখতে পাই মানুষ তাদের নিজের ভোগের সামগ্রী রুপে দেখতে ভালোবাসে। সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই প্রাণীদের কল্যাণ প্রাণীদের অধিকার, প্রানিমুক্তি ইত্যাদি প্রাণী সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনাই হাস্যকর বলে প্রতীত হয়। এই "প্রাণী অধিকার আন্দোলন" অনেকটাই "নারীবাদী আন্দলন" -র সাথে সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিকে "নারীবাদী আন্দোলন" কেও যুক্তিহীন বলেই ভাবা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে ক্রমেই এই আন্দোলনকে যে পরিমানে গুরুতর ভাবে নেওয়া হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে "প্রাণী অধিকার" - আন্দোলনটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি।

প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রে বর্ণবাদ, জাতিভেদ প্রথা, লিঙ্গ বৈষম্য, দাসপ্রথা ইত্যাদি সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে। আর এরই মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রাণী ও বাস্তুতন্ত্রের নিপীড়ন। এখন প্রশ্ন হল এই "প্রাণী মুক্তি" ধারনাটি এল কিভাবে? এর উত্তরে বলা যাই একটি নতুনত্ব নীতিবিদ্যা হল "প্রাণী নীতিবিদ্যা" যা ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার দার্শনিক পিটার সিঙ্গারের

হাত ধরে এসেছে। এই প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি হল মানুষের স্বার্থ ও পশুর স্বার্থকে সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। এই প্রাণী মুক্তির উদ্দেশ্য হল আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে এবং স্থায়ীভাবে সমস্ত প্রাণীর জীবনকে উন্নত করার প্রয়াসে পশু শোষণে জড়িত সমাজের সকল স্তরের এবং বিভিন্ন শিল্পর বিরধিতা করা।

জীবকে সম্মান করার জন্য কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। যদিও জ্ঞানকে যদি বাস্তবে কেও তার জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে তা প্রাণীদের জীবনকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যদিও বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের অগ্রগতি ঘটলেও কেবলমাত্র আইনই জোরপূর্বক মানুষকে বাধ্য করতে পারে বা বিপরীতভাবে কিছু অনুশীলন বা আচরণ করতে বাধা দিতে পারে।

পরিবেশ সম্পর্কে চিরাচরিত ভাবনায় মানুষকে পরিবেশের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। অর্থ্যাৎ মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবেশ তথা প্রাণীকুলকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার সবথেকে আপত্তিকর ও ভয়াবহ দিকটি হল প্রজাতিবাদ এবং স্বাজাত্যাভিমান। প্রজাতিবাদ হল আমাদের নিজস্ব প্রজাতির সদস্যদের স্বার্থে এবং অন্য প্রজাতির সদস্যদের স্বার্থের বিপক্ষে একধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

প্রাণী অধিকার (Animal Rights):

মানবকেন্দ্রিক স্বাজাত্যাভিমানের আড়ালে পরিবেশ প্রকৃতির উপর মানুষের মাত্রাছাড়া হস্তক্ষেপ বিশ্ব-প্রকৃতির দূষণ বৃদ্ধির অন্যতম তথা একমাত্র কারন। তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে পরিবেশ প্রকৃতি সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার জগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রকাশ্যে এসেছে পরিবেশ সম্পর্কিত বহুমুখী মতবাদ। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাণী অধিকার (Animal Rights) সংক্রান্ত মতবাদ। অধিকার বলতে বোঝায় যা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অপরিবর্তনীয়। যেমন- বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলতে পারি, এই অধিকার অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সত্তার বেঁচে থাকার অধিকার, অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি। তবে এই অধিকারের নিয়ম কেবল ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বের নিয়ম। এবং সংশ্লিষ্ট অধিকারটি মেনে চলা কোনো ব্যক্তিসত্তার ব্যক্তিগত ঈছার উপর নির্ভরশীল নয়। বিশেষ কোনো পরিস্থিতি ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এক কথায় অধিকার বলতে বোঝায় অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অধিকার, যা আইনগত ভাবে প্রসিদ্ধ, সংবিধান দ্বারা ঘোষিত।

এখন প্রশ্ন হল প্রাণী অধিকার বলতে কি বোঝায়? এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রাণী অধিকার বিষয়ক ভাবনা হল এমন এক মতাদর্শ যা অমানব প্রাণীকুলের প্রতি মানবীয় যথেচ্ছ আচরণ, অবদমন, নিপীড়নের নিন্দা তথা সম্পদ হিসেবে গণ্য করার বিরোধিতা করে। বলা ভালো, এটি এমন একপ্রকার সামাজিক আন্দোলন যা মানবিক স্বার্থের হেতু মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহার স্থগিত করার প্রস্তাব প্রেরণ করে ও তাদের বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে আটকায়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কে আমাদের এই চিন্তা ভাবনার উৎস হল প্রাণীকল্যাণ সম্পর্কিত ধারণা। আর এই প্রাণীকল্যাণ তত্ত্বটি প্রশ্নবিদ্ধ করেই গড়ে ওঠে প্রাণী অধিকার তত্ত্ব। সুতরাং বলা যায়-অন্যান্য প্রাণীকুলকে মানবীয় স্বার্থের উপায় হিসেবে গন্য করার পরিবর্তে তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা।

প্রাণী অধিকার বিষয়ে টম রেগানের বক্তব্য:

প্রাণী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী আমেরিকান নীতিদার্শনিক টম রেগান মানবেতর প্রাণীর প্রতি নৈতিক বিবেচনার দিকটি তুলে ধরেন। রেগান মনে করেন, মানবেতর প্রাণী স্বতঃমূল্যবান এজন্য তাদের অধিকার আছে। আর অধিকার থাকা মানে নৈতিক কর্তা হিসেবে সমবিবেচনা পাওয়ার যোগ্য। সহায়ক মূল্য হিসেবে নয় বরং অন্তর্নিহিত মূল্য থাকার জন্যই নৈতিক অধিকারের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া প্রাণীদেরও মানুষের মতো জীবন আছে, তার জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু ঘটে। তাই, তাদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকার আছে এমনকি তাদের জীবনের মূল্য

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

মানুষের জীবনের মূল্যের মতো বলে তারাও মানুষের মতো নৈতিক মূল্যে মূল্যবান। তিনি তাঁর "The Case for Animal Rights" (১৯৮৩) গ্রন্থে মানবেতর প্রাণীর স্বার্থসংরক্ষনের জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন-

ক) গবেষনাকার্যে প্রাণীকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উপায়ে যে যন্ত্রনা দেওয়া হয় তা বিলোপ করতে হবে।

খ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণী লালন পালন সম্পূর্ণ রোধ করতে হবে।

গ) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যরূপে, শিকারের জন্য এবং ফাঁদে আটকানোর মতো কাজগুলো সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

তিনি মনে করেন, মানবেতর প্রাণীকে সম্পদ রুপে গণ্য করে চিকিৎসা, গবেষণা বা খেলাধুলার কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনৈতিক কাজ। কারণ, মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীরও জীবনের প্রতি অধিকার অর্থ্যাৎ ক্ষতিগ্রস্তহীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। তিনি মানবেতর প্রাণীদেরকেও মানুষের মতো সামগ্রিকতা আছে বলে মনে করেছেন। জীবনের সামগ্রীকতা হিসেবে বিশ্বাস, আকাঙক্ষা, স্মৃতি, অনুভূতি, সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় মানুষের মতো প্রাণীদের মধ্যেও বিদ্যমান অর্থ্যাৎ প্রাণীদের অনুভূতি আমাদের অনুভূতিরই অনুরূপ। জীবনের সামগ্রিকতা নৈতিক অধিকারকে ধারণ করে তবে তা আইনগত অধিকার নয়। এই নৈতিক অধিকার জীবনের সামগ্রিকতার অধীনে এবং তা অবশ্যই বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে। মানুষ যখন প্রাণীর অধিকারের কথা বলে তখন তারা বলেনা যে, গোরুর ভোটের অধিকার, শুকরের শুনানীর অধিকার বা বিড়ালের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বরং একটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বতঃমূল্য রয়েছে এবং সেই মূল্যের আলোকে আচরণ করার কথা বলে। রেগানের মতে, আমরা অনেকেই জানি, সমস্ত প্রাণীর জীবনের সামগ্রিকতা আছে এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং স্বতঃমূল্য আছে যদি আমরা সেইভাবে মূল্যায়ণ করি। এরপর একে অন্যের প্রতি কর্তব্যের সর্বোতকৃষ্ট তত্ত্বে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা ব্যক্তি হিসেবে অবশ্যই আমাদের সমান স্বতঃমূল্য স্বীকার করবো। অনুভূতি বা আবেগ নয়, যুক্তিই আমাদের বাধ্য করে এইসব প্রাণীদের আমাদের সমান স্বতঃমূল্যের স্বীকৃতি দিতে এবং একই সাথে তাদের সমান অধিকার সম্মানের সাথে বিবেচনা করত।

রেগান মনে করেন, সব সত্তারই সমানভাবে স্বতঃমূল্য রয়েছে আর এই মূল্য নৈতিক কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়না বা খারাপ কাজের মধ্য দিয়েও হারায় না। স্বতঃমূল্য এমন কিছু নয় যা ফ্যাশন, জনপ্রিয়তা বা বিশেষ অধিকারে বাড়ে বা কমে। তিনি যেকোনো বিশেষ শ্রেণির, তা হোক মানব বা মানবেতর প্রাণী; বিশেষ নৈতিক মর্যাদা থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন। কারণ, উক্ত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী শ্রেণি অন্যান্য শ্রেণির জন্য হুমকিস্বরূপ হয়। তাই সবার

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

সমান মর্যাদা থাকা উচিত। সুতরাং স্বতঃমূল্যের আলোকে বিচার করে সমস্ত সত্তাই নৈতিক বিবেচনায় বিবেচিত বলে মতপ্রকাশ করেন। প্রাণী অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি মূলত দুটি যুক্তির কথা বলেন।

প্রথমত, তিনি বলেন মানুষের ক্ষেত্রে অধিকার বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতি এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান স্বীকার করা। কোনো ব্যক্তি সত্তাকে অপর কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর কল্যাণ তথা উদ্দেশ্য পূরনের স্বার্থে উপায় রূপে ব্যবহার করা বা তাকে উৎসর্গ করা আসলে ওই ব্যক্তিকে নিছক উপযোগের আধার হিসেবে ভাবার সমান। একই ভাবে অন্যান্য প্রাণীকুলকে মানুষের স্বার্থের উপায় হিসেবে গন্য করা কেবল তাদের অধিকারের অ-মর্যাদা প্রদর্শন নয় বরং তাদের জীবনের নূন্যতম মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার সমান। তিনি মন্তব্য করেন অপেক্ষাকৃতভাবে তাদের মানসিক ও দৈহিকভাবে বাড়তে দেওয়া এবং শেষে বেদনাহীনভাবে হত্যা করার মতো ব্যবস্থা তাদেরকে মানুষের খাদ্য হিসেবে বিচার করার ধারণা থেকে মুক্ত করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, রেগান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, যেকোনো প্রজাতিবাদী ভাবনা মুক্ত ব্যক্তি দাবি করে যে সকল ব্যক্তি মানুষ নৈতিক সম্মানসহ বিবেচিত হওয়ার যোগ্য তাহলে ওই একই যুক্তিতে অনেক প্রাণীকুল নৈতিক বিবেচ্যতার যোগ্য হবে। রেগান মতে নৈতিক বিবেচ্যতা পাওয়ার মানদন্ড হল 'being an experiencing subject of a life' অর্থ্যাৎ মূর্ত জীবনের নৈতিক কর্তা। এই মানদন্ড অনুযায়ী মানুষের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীরাও নৈতিক বিচারের যোগ্য পাত্র। এই মানদন্ড অনুযায়ী সুস্থ স্বাভাবিক মানুষসহ প্রাপ্তবয়স্ক সকল স্তন্যপায়ী ও পাখির নৈতিক মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত। তবে একই সাথে কোমায় আচ্ছন্ন নৈতিক মর্যাদা ও অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়, কেননা ঐ ব্যক্তির কোনো কার্যকারী চেতনা থাকে না, এছাড়াও উদ্ভিদ, বৃক্ষ, তৃন, লতা প্রভৃতির প্রতি এক স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পরিলক্ষিত হয় যখন কি পরিবেশ প্রকৃতিতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পিছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ও মনুষ্যতর সত্তার নূন্যতম হলেও ভবিষ্যত চেতনা থাকে, ফলত তারা নীতিবিবেচনার যোগ্য হতে পারে।

"The Case for Animal Rights" গ্রন্থে, রেগান যুক্তি দিয়েছেন যে প্রাণীদের স্বগত মূল্য এবং স্বার্থ রয়েছে এবং মানুষের একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে তাদের সাথে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরন করা। তিনি দাবি করেন যে প্রাণীরা কেবল ব্যবহারের সম্পদ নয়, তবে তাদের নিজস্ব জীবন, চাহিদা এবং অনূভুতি রয়েছে।

রেগানের দর্শন "স্বগত মূল্য" ধারণার উপর ভিত্তি করে, যা মনে করে যে সচেতন অভিজ্ঞতা সহ সমস্ত প্রাণীর মূল্য এবং অধিকার রয়েছে, সমাজে তাদের উপযোগীতা বা কার্যকারী ভূমিকা আছে। তিনি "subject of a life" বা জীবনের কর্তা ধারণাটিও প্রবর্তন করেন, যা এমন প্রাণীদের বোঝায় যারা নিছক

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

বস্তু নয়, যাদের অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ রয়েছে। প্রাণীদের অধিকারের উপর রেগানের কিছু বিষয় নীচে আলোচনা করবো-

১) প্রাণীদের সহজাত অধিকার এবং আগ্রহ রয়েছে।

২) প্রাণী শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের সম্পদ বা হাতিয়ার নয়।

৩) মানুষের পশুদের প্রতি একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে পশুদের সাথে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরণ করা

৪) প্রাণীদের স্বগত মূল্য আছে এবং তাদের নিছক উপায় হিসেবে নয়, উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

প্রাণী অধিকার প্রসঙ্গে টম রেগানের আরও দুটি তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

প্রথমটি হল, 'Cruelty kindness view' বা নিষ্ঠুরতা দয়া মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী মনুষ্যতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া আমাদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য। এই অভিমত প্রচলিত হলেও তথাপি একে কোনো তত্ত্ব বলা যায় না তা একটু বিচার করলেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে আমরা দয়া প্রদর্শনের বিষয়টি বিচার করতে পারি। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তিকে দয়া পরবশ হয়ে কাজ করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সদগুন সম্পন্ন বলে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হল কেবল দয়াবান হয়ে কর্ম সম্পাদনই কি নৈতিক তথা যৌক্তিক দিক হতে উপযুক্ত হবে, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? একজন বর্ণবাদী ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে কেবল নিজের বর্ণের ব্যক্তিদের প্রতি সহৃদয়, সাহায্য প্রদানকারী। এখন এই ব্যক্তির দয়াবান হওয়াকে ভালো কাজ মেনে নিলেও তা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা তা বর্ণ বৈষম্যের মতো অনৈতিক কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়টি হল, উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বঃ রেগানের মতে উপযোগবাদ সমতার নীতি এবং তুলনামূলক উপযোগবাদীতার নীতি অনুসরণ করে চলে। সমতার নীতি দাবি করে প্রত্যেকের স্বার্থ সমান। তাই এইধরনের স্বার্থ এখানে একইরকম ভাবে বিবেচিত হয়। কোনো কাজের দ্বারা যারা প্রভাবিত হয় বা হতে পারে তাদের সকলের স্বার্থকে সমানভাবে গণ্য করাই সমতা, সেখানে কে শ্বেতাঙ্গ, কে কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী, দরিদ্র, মানুষ, পশু- এইসব বিবেচনা অপ্রাসঙ্গিক। কারো অন্য আচরণে কেউ ব্যাথা পেলে বা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ব্যাথা বা অন্য যেকোনো কারোর ব্যাথার সাথে সমানভাবে বিবেচ্য হবে। অন্যদিকে তুলনামূলক উপযোগিতার নীতি দাবি করে, আমাদের সকলেরই সেই কাজটি করা উচিত যা দুঃখ বা হতাশার তুলনায় অধিক সুখ উৎপাদনে অধিকতর উপযোগী। নানান বিকল্পের মধ্যে থেকেই সমতা উপযোগীতা এই দুটি নীতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তদানুসারে কাজ করাই নীতির দিক থেকে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

সমর্থনযোগ্য হতে পারে। তবে রেগানের বক্তব্য হল উপযোগবাদী নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবেদান হল সমানতন্ত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি হল এখানে কোনো ব্যক্তি স্বয়ং স্বতঃমূল্যবান নয়। ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের অধিকার কল্যাণ বিধানের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা এই নীতিতে অনুমোদন পেয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি ধরা যাক, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার থেকে যে সম্পদ পাওয়া যাবে তা আরও দশজনের মঙ্গালসাধন সহায়ক হবে, এক্ষেত্রে সর্বাধিক লোকের সর্বোত্তম ভালোর জন্য উপযোগবাদী নীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হত্যা নীতি গর্হিত বলে পরিগণিত হবে না। কিন্তু আমাদের সাধারন নীতিবোধ অনুযায়ী কাজটি অনৈতিক। আসলে উপযোগবাদে ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য অনুসারে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত নৈতিক বিচার অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব মূল্য অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। রেগান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হল আমার নিজস্ব অধিকার যা কখনোই অপর ব্যক্তির মঙ্গল বা সমষ্টিগত মঙ্গলের সাথে কখনোই বিনিময়যোগ্য নয়। রেগান উল্লেখ করেন অধিকার তত্ত্বই যুক্তিবিচারের সবচেয়ে সন্তোষজনক নীতিতত্ত্ব। অন্যের প্রতি আমরা কর্তব্য স্থির করতে অধিকার তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি কার্যকারী এবং কর্তব্য বিচারের ভিত্তি হিসেবে উপযুক্ত.

টম রেগানের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁরা মানবেতর প্রাণী ব্যবহারের বিরোধীতা করেছেন। কারণ এইসব ক্ষেত্রে প্রাণীদের বিভিন্নভাবে শারীরিকভাবে যন্ত্রনা দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে, বিভিন্ন সব জটিল রোগের ঔষধ তৈরিতে আমরা তাহলে পরীক্ষন পাত্র হিসেবে কাদের ব্যবহার করবো? যদি মানেবতর প্রাণীর স্থলে মানুষের উপর যেসব গবেষণা চালায় তাহলে মানবেতর প্রাণীর মতো সেসব মানুষেরও প্রাণের ঝুঁকি থাকবে। সেটাও তো তাহলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে। যদি মানুষ ও প্রাণী কাওকেই পরীক্ষন পাত্র না করে সরাসরি সেইসব পণ্য বা ঔষধের প্রয়োগ করি তাহলে যাদের উপর প্রয়োগ করা হবে তাদেরও মৃত্যু ঝুঁকি থাকবে। সেক্ষেত্রে তাহলে ঔষধের আবিষ্কার করা বা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। আর এতে করে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঔষধের অভাবে মানুষ ও মানবেতর প্রাণী উভয়েরই মৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুন বেড়ে যাবে। আরেকটা বিষয় হল, মানুষ নিজেদের এমনকি মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনেও (ভেটেনারি চিকিৎসা) ঔষধ আবিষ্কার করে থাকে যেটা মানবেতর প্রাণীর পক্ষে করা সম্ভব নয় এমনকি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়। তাই, মানুষসহ মানবেতর প্রাণীর রোগমুক্তির জন্য ঔষধ আবিষ্কারের গবেষণায় প্রাণীর ব্যবহার নৈতিকভাবে প্রতিপাদনযোগ্য তবে তা যেন নির্বিচারে না হয়। আবার যতটা যন্ত্রনা প্রাণীদের দেওয়া হয় সেটাও করা উচিত নয়। তাই প্রাণী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা যন্ত্রনা যাতে না পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হবে অর্থ্যাৎ মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর কল্যানের জন্য ঔষধ তৈরিতে গবেষণাগারে পরীক্ষন পাত্র হিসেবে যথাসম্ভব কষ্ট না দিয়ে কাজ করানো বা মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জীবনের প্রতি অধিকার মানে ক্ষতিগ্রস্তহীনভাবে বাঁচার

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

অধিকার বা ক্ষতি এড়িয়ে চলাকেই তাঁরা বুঝেছেন। জেরেমি বেন্থাম প্রাণীর যন্ত্রনাভোগের অধিকারকে সমভাবে বিবেচনা করে মানুষের সমান নৈতিক ন্যায্যতা বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন।

রেগানের অধিকার তত্ত্বের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষন করে তা হল- ক) প্রাণীর অধিকার মানবিক অধিকারের বিরোধী নয়, যে ধরনের যুক্তি মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই একই যৌক্তিক বিচার প্রাণীর অধিকার তত্ত্বকেও প্রতিপাদন করে। খ) জীবন-অনুভবকারী-বিষয়ী-সত্তা হিসেবে গবেষনাগারে প্রাণীর ব্যবহার নীতিগর্হিত কাজ, তাই তা বন্ধ হওয়া উচিত। তবে রেগানের অধিকার তত্ত্বের ধারণাটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। এইক্ষেত্রে যদি আমরা এমন এক পরিস্থিতির কল্পনা করি যেখানে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে যেকোনো একজনের জীবনকে বাঁচাতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা নিঃসন্দেহেই মানুষের জীবনকেই প্রাধান্য দেব। এখানে কুকুরের জীবন উৎসর্গ করাকে মন্দ কাজ বলার পরিবর্তে মানুষের জীবনের প্রসঙ্গ টেনে এনে কুকুরটির জীবনের বলি দেওয়াকে নীতিগর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে না। অর্থ্যাৎ প্রাণীর স্বার্থ যখনই মানুষের স্বার্থের সাথে দ্বন্দে অবতীর্ন হবে তখন কেবল এবং কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থই প্রাধান্য পাবে।

সুতরাং টম রেগান প্রাণীর নৈতিক অধিকার এবং মর্যাদার পক্ষে মতপ্রকাশ করছেন অর্থ্যাৎ প্রাণীর প্রতি নৈতিক বিবেচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে, কিছু কিছু দার্শনিক আছেন যারা প্রথমে মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের বিষয়টি স্বীকারই করতে চাননি কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে নিজেদের মত পরিবর্তন করেছেন এবং মানবেতর প্রাণীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে কথা বলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কানাডিয়ান দার্শনিক মাইকেল ফক্স এবং আমেরিকান দার্শনিক আর জি ফ্রে। প্রথমদিকে ফক্স মনে করতেন, প্রাণীরা নৈতিক বিবেচনার পাত্র নয়, তাদের প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই। যদিও পরবর্তীতে মাইকেল ফক্স তাঁর মতের আমূল পরিবর্তন করেন। বই প্রকাশের এক বছরের পূর্বেই ফক্স তাঁর বইয়ের প্রধান থিসিস প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমাদের মৌলিক নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মতোন মানবেতর প্রাণীদেরও দুঃখ কষ্টের কারন না হওয়া বা ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া।

সমাপনী মন্তব্য:

পরিশেষে বলা যেতে পারে, প্রাণী অধিকার বলতে বোঝায় প্রাণীর যত্ন নেওয়া, যথাযথভাবে প্রাণী লালন পালন এবং তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ। প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক চাহিদা অনুসারে তাদের যত্ন ও লালন-পালন করা এবং মানবিক নির্দেশনা অনুসারে আচরন করা সকলের একটি মহৎ ব্রত হওয়া উচিত।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

রেগান বলতে চেয়েছেন, যেমন নৈতিকভাবে প্রাণীজগতের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য করতে হয় এবং সেগুলি আমরা বিবেকের অনুশাসনের মাধ্যমে করে থাকি তেমনি আইনের মাধ্যমেও প্রাণী অধিকারকে সংরক্ষণ করতে হবে বিভিন্ন আইন কানুন তৈরি করতে হবে যাতে করে প্রাণীরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকে। তবে এত আইন কানুন থাকা সত্ত্বেও বিনোদন শিল্পে সার্কাস বা থিয়েটারে প্রাণীদের প্রশিক্ষনের জন্য প্রাণীদের সাথে দুর্ব্যবহার করার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এছাড়াও পরীক্ষাগারে ইঁদুর, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। তাই এখানে প্রশ্ন ওঠে পশু অধিকার সম্পূর্ণরূপে যাতে অনুমোদিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পশুদের কীরূপ আইন আছে? আর যদি আইন থাকেও তাহলে রাষ্ট্র কি সেই আইনের কঠোর প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে? এইরকম কিছু উদ্বেগজনক প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, কেবল রাষ্ট্রের বানানো নিয়মের উপর সমস্ত দায়ভার চাপালে হয়না, প্রাণীদের উপর যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে- পরীক্ষাগারে, বিনোদন ক্ষেত্রে, কস্মেটিক সার্জারিতে, ঔষধ তৈরিতে, বিভিন্ন নামি-দামী কোম্পানীর পোষাক ও বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অত্যাচার চালানো হয় সেই সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। প্রাণীর লালন পালন, খাদ্য, বাসস্থান এবং জবাই সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সজাগ করতে হবে। এছাড়াও প্রণীত আইন ও বিধি বিধানগুলো প্রয়োগের জন্য একটি শক্তিশালী মনিটোরিং সেল গঠন করতে হবে। এইভাবে একত্রিত হয়ে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে 'প্রাণীকল্যাণ' ও 'প্রাণী অধিকার' কে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দার্শনিকই স্তরবিন্যাসের আকারে মানুষের স্থানকে উর্ধে রেখেছেন আর মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের ব্যাপারে নারাজ থেকেছেন। মানবেতর প্রাণীর হত্যা করা অবশ্যই গর্হিত অপরাধ এবং এইসব থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ কোনোমতেই কাম্য নয়। মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নৈতিক আচরণ করতে হবে তা নাহলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পরবে। আমরা জানি, মানবেতর প্রাণী থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবই মানুষের কল্যানে ব্যবহৃত হয়। যেমন; ব্যাং বিভিন্ন কীটপতঙ্গ খেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রন করে কৃষি অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়াসহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগের বাহক মশার লার্ভা ব্যাঙাচি অবস্থাতেই খেয়ে থাকে যা মানবকুলের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। নির্বিচারে মানবেতর প্রাণী হত্যা করলে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হবে আর এতে বাস্তুতন্ত্র নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মুখথুবড়ে পড়ে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই, মানবজাতির স্বার্থের সাথে মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনের জন্য বাস্তুসংস্থানকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে হলেও একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে প্রাণীর প্রতি নৈতিক আচরণ করতে হবে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

REFERENCES

1) Albright, K. M. (2002). The extension of legal rights to animals under a caring ethic: An ecofeminist exploration of Steven Wise's Rattling the Cage. Natural Resources Journal, 42(4), 915–917.

2) Bentham, J. (1823). An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press.

3) Donaldson, S., & Kymlicka, W. (2011). Zoopolis: A political theory of animal rights. Oxford University Press.

4) Epstein, R. A. (2004). Animals as objects of subjects of rights. Dalam C. R. Sunstein & M. C. Nussbaum (Eds.), Animal rights: Current debates and new directions. Oxford University Press.

5) Francione, G. L. (1997). Animal rights theory and utilitarianism: Relative normative guidance. [Situs web/Publisher jika tersedia].

6) Miller, G. (2011). A road map for animal rights. Science, 332(6025), 30.

7) Nussbaum, M. C. (2023). Justice for animals: Our collective responsibility. Journal of Bioeconomics. https://doi.org/[masukkan DOI jika ada]

8) Pal, S. K. (2021). Phalita niti-shastra [Applied ethics] (Vol. 1, 3rd ed.). Levant Books. (Karya asli diterbitkan dalam Bahasa Bengali).

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Sourav Mahanta (2026). *প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা।* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 76-86.

9) Regan, T. (1983). The case for animal rights. University of California Press.

10) Singer, P. (1975). Animal liberation. HarperCollins.

11) Singer, P. (2011). Practical ethics (3rd ed.). Cambridge University Press.

12) Stucki, S. (2023). Towards a theory of legal animal rights. Oxford University Press.

13) Sunstein, C. R. (2003). The rights of animals. University of Chicago Law Review, 70(1), 387–401.

14) Sunstein, C. R., & Nussbaum, M. C. (Eds.). (2005). Animal rights: Current debates and new directions. Oxford University Press.

15) Wise, S. M. (2000). Rattling the cage: Toward legal rights for animals. Perseus Publishing.

16) Wise, S. M. (2002). Drawing the line: Science and the case for animal rights. Basic Books.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License